সামষ্টিক অর্থনীতি

আর্থিক ব্যবস্থাপনা (২০০৯-২০১২)

- রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক (২০১১-২০১৫) পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছর লক্ষ্যভেদী বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।
- বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা, ইউরোপে মারাত্মক অর্থ সংকট, উন্নত বিশ্বের বাজারগুলোতে চাহিদা হ্রাসসহ নানামুখী নেতিবাচক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে বাংলাদেশ গড়ে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৫-৬ নভেম্বর ২০১২ লাওসে অনুষ্ঠিত এশিয়া-ইউরোপ মিটিং (আসেম) এর শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

- ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬ দশমিক ০৭ শতাংশ, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬ দশমিক ৭১ শতাংশ, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬ দশমিক ৩১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- জাতীয় প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সালে ৮ শতাংশ ও ২০২১ সালে ১০ শতাংশে উন্নীতকরণে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা।
- বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫৫ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত।
- দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোসহ অগ্রাধিকার খাতসমূহে বরাদ্দ বৃদ্ধি।

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি এর বাস্তবায়ন সুষ্ঠু, কার্যকর ও ত্বরান্বিতকরণ। ফলে বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধি। এডিপি বরাদ্দের ৯২ শতাংশ বাস্তবায়িত।
- বাজেটের মোট আকার ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৮৯ হাজার ৩১৬ কোটি টাকা থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকায় উন্নীত।
- মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ৮৫০ ডলারে উন্নীত।
- বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস, আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ, মূল্যস্ফীতি হ্রাসসহ সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন।
- কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঋণের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিতকরণ।
- অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে দেশের উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন ও জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি।
- রপ্তানিতে গড়ে ১৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি।
- চার অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় ৭ হাজার ৮৯৮ কোটি ডলার।

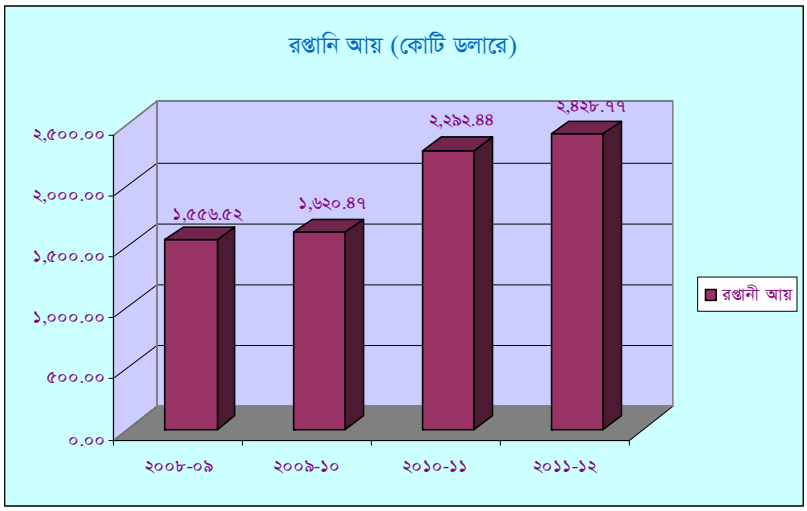

- মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি ব্যাপক বৃদ্ধি। আমদানিতে গড় প্রবৃদ্ধি ১৪ শতাংশ। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার।
- আমদানিতে ২০০৮-০৯ এ ৪ দশমিক ০৬ শতাংশ, ২০০৯-১০ এ ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ, ২০১০-১১ এ ৪১ দশমিক ৭৮ শতাংশ, ২০১১-১২ এ ৫ দশমিক ৫২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত ।

সারণী: আমদানি চিত্র (কোটি ডলারে)।

বছর	ভোগ্যপণ্য	মূলধনী যন্ত্রপাতি	জ্বালানি	কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য	মোট আমদানি
২০০৯	১৯৯.৪	১৪৬.৯	২১১	১,৬২৮.২০	**২,১৮৫.৪০**
২০১০	২২৬.৮	১৮৩.৬	২৯৩.৯	২,০৭৭.৯০	**২,৭৮২.১০**
২০১১	২৭৫.৩	২৩৩.৯	৪৯০.২	২,৬২২	**৩,৬২১.৪০**
২০১২	৩১৯.৫	১৮৫.৪	৪৮৫.১	২,৪২৬.৩০	**৩,৪১৬.২০**
মোট	**১০২১**	**৭৪৯.৮**	**১,৪৮০.২০**	**৮,৭৫৪.৪০**	**১২,০০৫.১০**

- সুদূরপ্রসারী সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ, সুষ্ঠু বাজেট ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন খাতকে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ও রাজস্ব খাতে শৃঙ্খলা রক্ষা।
- প্রশাসনিক, রাজস্ব এবং মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত নীতি গ্রহণ। মূল্যস্ফীতির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস।
- মন্দার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ২টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন। প্রথম প্যাকেজে ৩ হাজার ৪২৪ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান।
- দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজে রপ্তানি খাতকে আর্থিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান।
- বস্ত্রখাতে অতিরিক্ত ১১৮ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিলের উপর ১০ শতাংশ হারে অনুদান প্রদান।
- প্রণোদনার আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য প্রদত্ত সুবিধা ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত বহাল।
- এক্সপোর্ট ডিভালাপমেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ ১৫ লক্ষ ডলার থেকে ১ কোটি ডলারে উন্নীত। এই সুবিধা ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত বহাল। ফান্ডের মূলধন ৫০ কোটি ডলারে উন্নীত।

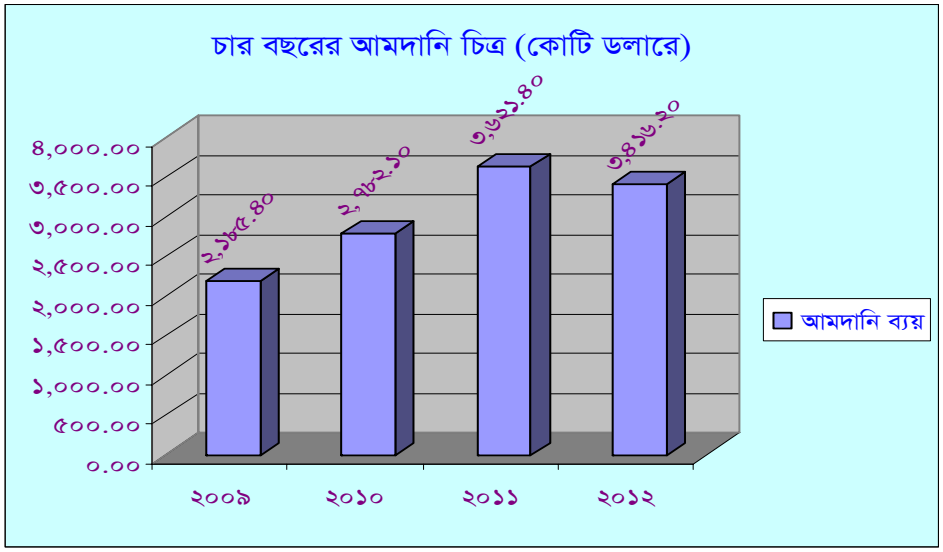

- সরকারী সহায়তায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল, রিসার্স এন্ড ডিজাইন প্রতিষ্ঠা।
- জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও ক্রাস্ট লেদার শিল্পে ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান।

- রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে গড়ে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন।

সারণী: জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিটেন্স প্রাপ্তি।

সাল	জনশক্তি (জন)	রেমিটেন্স (কোটি ডলার)
২০০৯	৪,৭৫,২৭৮	১,০৭১.৭৭
২০১০	৩,৯০,৭০২	১,১০০.৪৭
২০১১	৫,৬৮,০৬২	১,২১৬.৮১
২০১২	৬,০৭,৭৯৮	১,৪১৬.৩৪
মোট	২০,৪১,৮৪০	৪,৮০৫.৩৯

- রেমিটেন্স প্রবৃদ্ধির হার বিএনপি-জামাত জোটের একই সময়ের তুলনায় ২৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি।
- মোট জনশক্তি রপ্তানি ২০ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৪০ জন। মোট রেমিটেন্স আয় ৪ হাজার ৮০৫ কোটি ডলার। বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত পরিস্থিতি অর্জন।
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমবৃদ্ধি। ১৩ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ সৃষ্টি। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রিজার্ভ।
- ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ৫ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার।

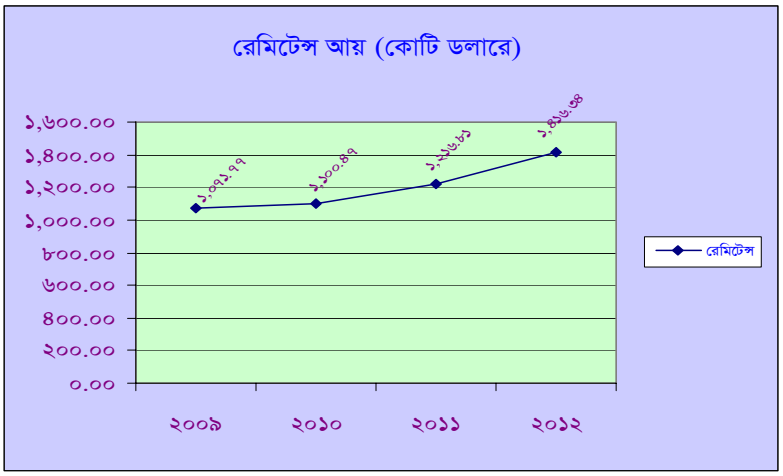

- নীতি ও আইন সংস্কারসহ কর প্রশাসনের ব্যাপক সংস্কার ও সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- দেশের পশ্চাৎপদ শিল্প ও কৃষি সম্ভাবনাময় অঞ্চলগুলোতে পূর্ণ সামর্থ্য বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প সম্ভাবনাময় অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ। ইতোমধ্যে ৭টি অঞ্চল নির্বাচন এবং ৫টি অঞ্চলে কাজ শুরু।

- ২০২১ সালের মধ্যে ২০টি বেসরকারী অর্থনৈতিক জোনে ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা।
- বেসরকারী খাতে পর্যাপ্ত ঋণের যোগান নিশ্চিত করার পাশাপাশি তা যাতে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয় সে লক্ষ্যে নজরদারি বাড়ানো।
- দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বেসরকারী খাতকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ। পিপিপি নীতি ও কৌশল প্রণয়ন।
- পিপিপি'র কাজ বেগবান করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি পিপিপি অফিস ও অর্থ বিভাগে একটি পিপিপি ইউনিট প্রতিষ্ঠা।
- পিপিপি'র আওতায় অবকাঠামো খাতের উন্নয়নে "বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল" গঠন ও এটিকে কোম্পানীতে রূপান্তর। সরকার কর্তৃক তহবিলে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা প্রদান।
- কস্ট অব ডোইং বিজনেস (ব্যবসা করার ব্যয়) হ্রাসে ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকায়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরীপ ও নিবন্ধন চালুকরণ, বাণিজ্য বিরোধ নিরসন ও ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে হাইকোর্টে নিবেদিত বেঞ্চ স্থাপন, অটোমেশন পদ্ধতিতে এডভান্স ডিক্লারেশন ও কার্গো ক্লিয়ারেন্স, বিচার ব্যবস্থাকে অটোমেশনের আওতায় আনা, নির্মাণ ছাড়পত্র প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু, অনলাইনে সরকারের প্রাপ্তি জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ বিগত তিন বছর আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং সংস্থা মুডি'স কর্তৃক প্রদত্ত সার্বভৌম ঋণমান Ba3 অর্জন।
- একইভাবে আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী অপর প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওর'স পর পর তিন বছর BB- বজায়।
- বিশ্বের ধনী দেশগুলোর ঋণমানে অবনয়ন ঘটলেও বাংলাদেশ ২০১২ সালেও এ ঋণমান ধরে রাখতে পেরেছে। বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার উপরে।
- ঋণ পরিশোধের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস ও ভিয়েতনামের সম-পর্যায়ে। এটি দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক সুব্যবস্থার নির্দেশক।
- ঋণমানের ভাল অবস্থার কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন ও লেনদেনের ভারসাম্যে ঝুঁকি হ্রাস, উন্নয়নের জন্য পুঁজি প্রাপ্তি সহজতর হওয়া, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজারে বিদেশী বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।
- রাজস্ব আদায়ে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি প্রায় ২৬ শতাংশ।

- রাজস্ব আদায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৬৪ হাজার ৫৬৮ কোটি টাকা থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ। এটি জিডিপি'র ১৩ দশমিক ৪১ শতাংশ।
- বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের কম।
- জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ, কৃষি পণ্যের সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি, সরকারী পর্যায়ে খাদ্যপণ্যের সংগ্রহ বৃদ্ধি, গণকর্মচারীদের জন্য নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা ও বাস্তবায়ন, গার্মেন্টসসহ সরকারী ও বেসরকারী খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধি, কৃষিখাতে বিনিয়োগ ব্যাপক বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন সামর্থ্য ব্যাপক বৃদ্ধি, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর পরিধি বৃদ্ধি।
- আয়কর আইন ও ব্যবস্থাপনায় নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ।
- দুটি কর অঞ্চলে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা চালু। ২০১৩ সালের মধ্যে এ সুবিধা দেশব্যাপী বিস্তৃত করার কার্যক্রম গ্রহণ।
- কর প্রদানের সুবিধার্থে ই-পেমেন্টের ব্যবস্থা চালু।
- ৬৫ বছরের অধিক বয়স্ক পুরুষ এবং বয়স নির্বিশেষে নারীর জন্য করমুক্ত আয়সীমা ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের করমুক্ত আয়সীমা ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায় নির্ধারণ।
- সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে ৩৯২ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার।
- নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ২০টি মন্ত্রণালয় জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- বাজেট সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে মাল্টি-মডিউল বাজেট ডাটাবেজ তৈরী।
- সরকারী চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরী ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি ও পদ্ধতি অধিকতর সহজীকরণ।
- অবসর ভোগরত মুক্তিযোদ্ধা চাকুরেদের বয়স বৃদ্ধির সুবিধা কার্যকর। ১০ কার্যদিবসের মধ্যে পেনশন প্রদান।
- অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিকে অবসর উত্তর ছুটি দ্বারা প্রতিস্থাপন।
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলোকে সুসংহত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিরাষ্ট্রীয়করণের পাশাপাশি কর্মচ্যুত শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।
- আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নগুলোতে কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ আদায় এক বছরের জন্য স্থগিত।

বাংলাদেশ ব্যাংক (২০০৯-২০১২)

- দেশে একটি দক্ষ ও গতিশীল ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিগত, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বাস্তবায়ন।
- আন্তঃব্যাংক মুদ্রা বাজার ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে তারল্য ও বিনিময় হার অত্যন্ত স্থিতিশীল।
- ব্যাংকগুলোর সামগ্রিক মূলধন পর্যাপ্ততা ১১ দশমিক ৩১ শতাংশ।
- ব্যাংকিং খাতে আমানত ও ঋণ প্রবৃদ্ধির মধ্যে অসামঞ্জস্য দূরীভূত।
- অগ্রিম-আমানত অনুপাত ৭৮ দশমিক ৯১ শতাংশ।
- প্রবৃদ্ধিকে দরিদ্র বান্ধব ও টেকসই করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৌশল ও দারিদ্র্য বিমোচনের সমর্থনে ব্যাপক ভিত্তিক আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ কর্মসূচী গ্রহণ।
- কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, সৌর শক্তি, বায়োগ্যাস ও শিল্প বর্জ শোধনাগার খাতে অর্থায়নে গুরুত্বারোপ।
- অতি দরিদ্র, ভূমিহীন, বর্গাচাষী, প্রান্তিক কৃষক, দরিদ্র নারী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নারী উদ্যোক্তাসহ আর্থিক সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংক ঋণ ও আর্থিক সেবার আওতাভুক্তকরণ।
- পরিবেশ বান্ধব স্কীমের আওতায় সৌরবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস, বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট ও বায়ুদূষণ হ্রাসকারী ইটভাটা খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন ও ঋণ প্রদান।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস, স্ট্রেস টেস্টিং গাইডলাইনস ইস্যু, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট গঠন, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টোমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট স্থাপন।
- প্রভিসনিং ও পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা প্রণয়ন।
- ব্যাংকিং সেবা সম্পর্কে গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় ও সকল শাখা অফিসে "গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপন। ৩ হাজার ১৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদী একটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ। অটোমেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত। পেপারলেস ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নাধীন।
- ব্যাংকিং চ্যানেলে নিরাপদে রেমিটেন্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ৬২টি এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা ও ২৫৮টি ড্রয়িং এ্যারেঞ্জমেন্ট অনুমোদন। বর্তমানে কার্যকর ড্রয়িং এ্যারেঞ্জমেন্ট ৯২০টি।
- পোস্ট অফিস ও মোবাইল অপারেটরগুলোকে রেমিট্যান্স বিতরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান।

- ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে সংযত মুদ্রানীতি গ্রহণ এবং বহির্বিশ্ব থেকে বিকল্প অর্থায়নের উৎস সন্ধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ব্যাসেল-২ নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।
- ব্যাংকগুলোতে ১১ দশমিক ৩১ শতাংশ মূলধন সংরক্ষণ।
- ক্লাসিফাইড লোনের হার ১৩ দশমিক ৬০ শতাংশ থেকে ৭ দশমিক ১৭ শতাংশে হ্রাস।
- ৪৫ হাজার ৭২২ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৪ হাজার ১৩০ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- ৪২টি জেলার ২২৫টি উপজেলায় ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্গাচাষীর মধ্যে ৫১২ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ।
- কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৪৮টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় ৫ লক্ষ বর্গাচাষীকে ৫৭৭ কোটি টাকা কৃষিঋণ প্রদান।
- রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলো আলাদাভাবে ১৩ লক্ষ বর্গাচাষীকে ২ হাজার ২৬১ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ।
- ডাল, তৈলবীজ, মসলা ও ভুট্টা চাষের জন্য ২ শতাংশ রেয়াতী সুদে ২৪২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান।
- ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ৪ শতাংশ রেয়াতী সুদে ঋণ প্রদান।
- শস্য বহুমুখীকরণ এবং উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ১৭৪ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ।
- দশ টাকা দিয়ে ৯৬ লক্ষ কৃষককে ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ প্রদান।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুবিধাভোগী বিভিন্ন শ্রেণীর ৩৪ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষকে দশ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ প্রদান। "গ্লোবাল ফিনডেক্স" প্রতিবেদনে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয়।
- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙ্গনের শিকার গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহ নির্মাণ খাতে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে গৃহায়ন তহবিল গঠিত।
- এ তহবিল থেকে ৭ হাজার ৯৬টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রায় ২৫ কোটি টাকা বিতরণ। উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৫ হাজার।
- "এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট" নামে একটি নতুন বিভাগ চালু।
- এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন।
- ৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪০১টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫১৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ।

- ২১টি ব্যাংক ও ২২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩২ হাজার ১৮টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ২ হাজার ৫৭২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন।
- ৩৯ হাজার ২১৩ নারী এসএমই উদ্যোক্তাকে ৫ হাজার ৯৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান।
- ৬ হাজার ৩৬৫ জন নারী উদ্যোক্তাকে ৪৪৭ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন।
- এসএমই ঋণের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে এসএমই ক্লাস্টার গঠন।
- ২৫টি জেলার বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প ক্লাস্টার হিসেবে চিহ্নিতকরণ। ক্লাস্টার এপ্রোচ পদ্ধতিতে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।
- এসএমই ঋণের সুদের হার হ্রাসকৃত ১০ শতাংশ হারে নির্ধারণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান।
- ঋণ গ্রহীতা "নারী শিল্প উদ্যোক্তা" হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় শতকরা ৫১ শতাংশ শেয়ারের মালিক নারী হলে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান।
- নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে ৫০ হাজার টাকা ও তদুর্ধ্ব ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রবর্তন।
- ১ হাজার ২১৮টি নতুন ব্যাংক শাখা খোলার অনুমোদন প্রদান। দেশে কার্যরত ব্যাংকগুলোর মোট শাখার সংখ্যা ৮ হাজার ১১৮টি।
- দেশে এই প্রথম প্রবাসে গমনেচ্ছুদের অভিবাসন ব্যয় যোগানে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, তাঁদের দেশে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ও সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন।
- ৩টি নতুন অনিবাসী বাংলাদেশী (এনআরবি) ব্যাংক এবং ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপনের অনুমোদন প্রদান।
- সফটওয়্যার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সমমূলধন উন্নয়ন তহবিল গঠন।
- এর আওতায় কৃষিভিত্তিক ৮০৬টি প্রকল্পে ১ হাজার ৪০২ কোটি টাকা এবং আইটি খাতে ৩০টি প্রকল্পে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান। ১৭ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে ব্যাংকগুলোর ৫৯৭ কোটি টাকা ব্যয়।
- মানি লন্ডারিং ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস প্রতিরোধে ৪ শতাধিক সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট প্রেরণ।
- অর্থ পাচার ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে ১১টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- পরিবেশ বান্ধব (গ্রীন) ব্যাংকিং ধারণা প্রবর্তনের লক্ষ্যে "পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা ও কৌশলগত কাঠামো" প্রণয়ন।

- বিদেশে ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয়, আমদানিসহ ব্যবসায়িক প্রয়োজন ইত্যাদির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা প্রত্যাহার।
- বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফি ছাড়করণের আওতা বৃদ্ধি।
- বিদেশে শিক্ষা গ্রহণার্থে অর্থ ছাড়করণের বিধিমালা অধিকতর সহজীকরণ।
- বার্ষিক ভ্রমণ কোটা সার্কভুক্ত দেশগুলো ও মায়ানমারে বার্ষিক ২ হাজার ডলার এবং অন্যান্য দেশে ৫ হাজার ডলারে উন্নীত।
- রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল ১৫ কোটি ডলার থেকে ৬০ কোটি ডলারে উন্নীত।
- একক ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ঋণসীমা ১০ লক্ষ ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ১ কোটি ডলারে উন্নীত।
- বিদেশে বিজনেস প্রোসেস আউটসোর্সিং সেবা খাতে প্রাপ্ত রপ্তানি আয়ের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত রপ্তানিকারকের রিটেনশন কোটা হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রায় সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি।
- বাংলাদেশে অনলাইন অর্থ স্থানান্তরকারী প্রতিষ্ঠান "এলার্ট পে" এর কার্যক্রম শুরু।
- বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে (পে পল) এ অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ।
- অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে বৈদেশিক আয় দেশে আনার সুযোগ ৫০০ ডলার থেকে ২ হাজার ডলারে উন্নীত।
- বিদেশী পেশাধারী ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ফি এবং বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সংক্রান্ত ব্যয় যেমন আবেদন ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, ভর্তি ফি, টোফেল, স্যাট ইত্যাদি পরীক্ষার ফি আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিশোধের অনুমোদন প্রদান।
- ৩৭টি ব্যাংকে পুরোপুরি ও ৪টি ব্যাংকে আংশিক অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু। অবশিষ্ট ৬টি ব্যাংকে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিশ্বমানের অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস সৃষ্টি। ইমেজ এক্সচেঞ্জ পদ্ধতি ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম আধুনিকায়ন।
- চেক দ্রুত নিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম কার্যকর। দ্রুত চেক ক্লিয়ারিংয়ের সুযোগ সৃষ্টি।
- মাসে গড়ে ১৫ লক্ষ রেগুলার ভ্যালু ও ৯০ হাজার হাই ভ্যালু চেক নিকাশ। ৯৫ শতাংশ চেক এ পদ্ধতিতে নিকাশ।
- ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতি মাসে ২ লক্ষ ক্রেডিট ও ২ হাজার ডেবিট লেনদেন।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সম্বলিত নতুন ডিজাইন ও রং এর ২ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা মূল্যমানের সকল নোট প্রচলন।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সম্বলিত নতুন ডিজাইনের ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা চালু।
- আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ শীর্ষক রৌপ্য স্মারক মুদ্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী ও কবি নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার নব্বই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মারক মুদ্রা, বিজয়ের চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিকৃতি সম্বলিত ৪০ টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট এবং মহান ভাষা আন্দোলনের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ৬০ টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট মুদ্রণ।
- "টাকা জাদুঘর" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।
- মোবাইল ফোন অপারেটরদের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২৩টি ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদান। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা পেতে এ পর্যন্ত ১৩ লক্ষের অধিক গ্রাহক হিসাব খুলেছেন। ৩০ হাজার এজেন্টের মাধ্যমে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা এবং মাসে ১ হাজার কোটি টাকা লেনদেন।
- মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ, ইউটিলিটি বিল, বেতন ভাতা ও পেনশন প্রদান, কেনাকাটা করা, ব্যাংক স্থিতি জানা, কর পরিশোধ, সরকারী অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান।
- এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৩ শত কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন। প্রতিমাসে মোবাইল ব্যাংকিং এ লেনদেন ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি।
- দুটি ব্যাংকে ই-কমার্স কার্যক্রম শুরু। অন্য ব্যাংকগুলোতে ই-কমার্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।
- অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম), পয়েন্ট অব সেলস্, ইন্টারনেট মোবাইল এপ্লিকেশন এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক ইলেকট্রনিক পেমেন্টগুলোর একক ও কার্যকর প্লাটফরম তৈরীর লক্ষ্যে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপন। এর ফলে ভিসা, মাস্টার কার্ড, মায়েস্ট্রো কার্ড ইত্যাদির সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি।
- ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকল্পে ইসলামী বন্ড রুল সংশোধন ও ইসলামী আন্তঃব্যাংক ফান্ড মার্কেট প্রতিষ্ঠা।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২০০৯-২০১২)

- কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের সমর্থনে একটি ব্যাপকভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ।
- সার্বিক ব্যাংক ঋণ প্রবাহের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি। ব্যাংকিং খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির হার ১৩ দশমিক ৭২ শতাংশ। আগে ব্যাংক থেকে ঋণ পেতেন না এমন শ্রেণী অতি দরিদ্র, ভূমিহীন বর্গাচাষী, প্রান্তিক কৃষক, দরিদ্র নারী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নারী উদ্যোক্তাসহ আর্থিক সেবা বঞ্চিত সকল শ্রেণীর মানুষকে ব্যাংক ঋণ ও আর্থিক সেবা প্রদান।
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন।
- ন্যাশনাল স্ট্রেটিজি ফর প্রিভেনটিং মানি লন্ডারিং এন্ড কমবেটিং ফাইনান্সিং অব টেরোরিজম প্রণয়ন।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বদেশে ব্যাংকিং চ্যানেলে দ্রুত অর্থ প্রেরণ এবং সার্বিকভাবে রেমিটেন্স প্রবাহে গতিশীলতা আনয়নে বিদেশী এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোতে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপন।
- দেশী ব্যাংকগুলোর মালিকানায় বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন।
- বাংলাদেশের পোস্ট অফিসের শাখাগুলোকে রেমিটেন্স বিতরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান।
- রেমিটেন্সের অর্থ মোবাইল অপারেটরগুলোর আউটলেটের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা।
- বীমা খাতে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য বীমা আইন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন।
- চেয়ারম্যান ও চার জন সদস্য সমন্বয়ে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন।
- জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলোর মোট প্রিমিয়াম ১ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা।
- লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলোর মোট সম্পদ ২০ হাজার ৪২৬ কোটি টাকা।
- সর্বমোট লাইফ ফান্ড ১৭ হাজার ৭১৯ কোটি টাকা।
- আন্তর্জাতিক ঋণ ও বিনিয়োগের জন্য নির্ভরযোগ্য গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে অনুকূলভাবে স্বীকৃতি প্রদান।
- দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে "মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা" প্রণয়ন।
- ৩৪৭টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান।
- ক্ষুদ্রঋণে সঞ্চয়ের সুদের হার ৬ শতাংশ এবং ঋণের সার্ভিস চার্জের হার ২৭ শতাংশ (ক্রমহ্রাসমান) নির্ধারণ।

- কু-ঋণ ঝুঁকি এড়ানোর জন্য লোন লস প্রভিশন সংরক্ষণ।
- দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১ হাজার ২১২টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের আবেদন গ্রহণ।
- অন-সাইট ও অফ-সাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ।
- দেশব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রসার।
- ২০১০-১১ অর্থবছরে ২৭ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে ২৯ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও ১৯৭টি সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে মোট ৭ হাজার ৭৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ। সহযোগী সংস্থা ও উপকারভোগী পর্যায়ে মোট ৩৯ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ।
- মোট উপকারভোগী ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার জন। এর মধ্যে ৬৪ লক্ষ ৭৬ হাজার জন নারী।
- সহযোগী সংস্থাসমূহ তহবিল পুনঃচক্রায়নে দরিদ্র জনগণের মধ্যে ৮০ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ।
- প্রায় ৫২ হাজার ক্ষুদ্রঋণ কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে সুশাসন, হিসাব ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা ও আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে এবং প্রায় ২০ লক্ষ উপকারভোগীকে আয়বৃদ্ধি, শস্য, অশস্য, পশুসম্পদ, সামাজিক ইস্যুতে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৪০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৬টি জেলায় বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবারভিত্তিক সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে ৩৫টি ইউনিয়নে ৩৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫০ হাজার খানায় কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন।
- দরিদ্র ও যুব সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়নে ৩টি বিভাগের ১৩টি জেলার ৩৪টি উপজেলায় মোট ৩ হাজার ৬২টি গ্রামে "নতুন জীবন" কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- ৩৫ হাজার ৭৩টি জীবিকায়ন গ্রুপ গঠন। ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০০ পরিবারকে গ্রুপে অন্তর্ভুক্তকরণ। এসব গ্রুপের ৯৬ শতাংশ নারী।
- এসব গ্রুপের মাধ্যমে ২ হাজার ৪৬২ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন, ২ হাজার ৬৬৮টি গ্রামীণ কালভার্ট নির্মাণ, ২ হাজার ৩৩৩টি টিউবওয়েল স্থাপন, ৩০২টি গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন, শতভাগ গ্রামে নবজাতক শিশুদের টিকাদান নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ১৯ হাজার ৯৬০ জন অতিদরিদ্রকে ৪ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান।
- বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ ডিভালাপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড সৃষ্টি। ২০১০ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু।

- ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ১ হাজার কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকা। রিজার্ভ ফান্ড ১ হাজার ৭৪ কোটি টাকা। আমানতের পরিমাণ ৫৭৩ কোটি টাকা। প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ১ হাজার ১০৫ কোটি টাকা।
- ২ লক্ষ ১০ হাজার ৫০টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারকে গ্রামোন্নয়ন তহবিল প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান।
- ২০১১-১২ অর্থবছরে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৯৫৩ কোটি টাকা শিল্প ঋণ বিতরণ। ২০১০-১১ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৩ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা শিল্প ঋণ বিতরণ।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসন।
- প্রায় ৫২ হাজার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে সুশাসন, হিসাব ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র ব্যবস্থাপনা, আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের উপর এবং ২০ লক্ষ উপকারভোগীকে আয়বৃদ্ধি, শস্য, অশস্য, পশুসম্পদ, সামাজিক ইস্যু ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অধিকতর সামাজিক ও অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি। জাতীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি।
- স্যোসাল ডিভালাপমেন্ট ফাউন্ডেশন ১৫টি জেলায় "নতুন জীবন" শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- গ্রামীণ ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা নিরূপণ এবং ব্যাংকের উদ্দেশ্য, আইনগত অবস্থান ও কার্যক্রম পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিশন গঠন।
- গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম বৃদ্ধি।
- যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি (যুবক) এর গ্রাহকদের পাওনা পরিশোধের লক্ষ্যে ২ সদস্য বিশিষ্ট যুবক কমিশন গঠন।
- মানি লন্ডারিং ও টেরোরিস্ট ফাইনেন্সিং প্রতিরোধে বিদেশী ফাইনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর সাথে তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে ৮টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা ফাইনেন্সিয়াল একশন টাস্কফোর্স-এর সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন। অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন।
- ২৭০টি রুগ্ন ও বন্ধ তৈরী পোশাক শিল্প এবং ৬৯টি টেক্সটাইল শিল্পের ঋণ হিসাব অবসায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা জারী।
- নন টেক্সটাইল খাতের ৩৫টি রুগ্ন শিল্পের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা স্থগিত।
- লবণ চাষীদের ৪ শতাংশ রেয়াতী হারে ঋণ বিতরণের জন্য নির্দেশনা জারী।

- এনহ্যান্সমেন্ট অব গভর্নান্স এন্ড ক্যাপাসিটি অব ইন্সুরেন্স বাস্তবায়িত।
- রেমিটেন্স এন্ড পেমেন্ট পার্টনারশীপ প্রকল্প বাস্তবায়িত।

পুঁজিবাজার (২০০৯-২০১২)

- পুঁজিবাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ স্কিম প্রণয়ন।
- ২০১০ সালে দেশের পুঁজিবাজারে সংঘটিত অস্বাভাবিক পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তদন্ত কমিটি গঠন। তদন্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন সংশোধন। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ আইন সংশোধন।
- দি এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুনর্গঠন করে ১ জন চেয়ারম্যান ও ৪ জন সদস্য নিয়োগ।
- স্টক এক্সচেঞ্জের মালিকানা থেকে পরিচালনা পৃথকীকরণ। সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম স্থাপন।
- ভাল কোম্পানী পুঁজিবাজারে আসতে উৎসাহিত করতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস্ সংশোধন।
- মিউচুয়াল ফান্ড বিধিমালা সংশোধন।
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন রুলস্ সংশোধন।
- পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় ১০ বছরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন।
- পুঁজিবাজার সম্পর্কিত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট স্থাপিত।
- কোনো কোম্পানীর ডিভিডেন্ট ও বোনাস শেয়ার অনুমোদনের ৩০ দিনের মধ্যে বিনিয়োগকারীদেরকে তা প্রদানের বিধান কার্যকর।
- বিনিয়োগ তারল্য বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ওভার দ্যা কাউন্টার মার্কেট চালু।
- জাল শেয়ার লেনদেন বন্ধ করতে স্টক এক্সচেঞ্জের কাগুজে সিকিউরিটিজের লেনদেন বন্ধ।
- দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিবন্ধিত মিউচুয়েল ফান্ডের সংখ্যা ১৬টি থেকে ৪৮টি-তে উন্নীত।
- ৯টি মেয়াদী মিউচুয়েল ফান্ডের মেয়াদ নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে বাজারে নতুন মিউচুয়েল ফান্ড আসার সুযোগ সৃষ্টি।

- পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন।
- পুঁজিবাজার উন্নয়নে ব্যাংকগুলোর সাবসিডিয়ারী কোম্পানীকে দেয়া সিঙ্গেল পার্টি এক্সপোজার লিমিট ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত।
- পুঁজিবাজারে আইপিও'র মাধ্যমে ৪২টি কোম্পানীতে নতুন বিনিয়োগ ৩ হাজার ৬২৪ কোটি টাকা, ৫৪টি কোম্পানীর রাইটস্ ইস্যুর মাধ্যমে ৫ হাজার ৭১৪ কোটি টাকা এবং আরপিও'র মাধ্যমে ৪টি কোম্পানীতে নতুন বিনিয়োগ ৪১৭ কোটি টাকা।
- প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে শেয়ার বরাদ্দে স্বচ্ছতা আনয়নে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- পুঁজিবাজারে অনিয়ম রোধকল্পে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন প্রণয়নের উদ্যোগ।
- স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ মালিকানা, ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা পৃথকীকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।
- স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানীগুলোর সম্পদ ও দায় পুনর্মূল্যায়নের জন্য অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন।
- বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা ও পুঁজিবাজার স্থিতিশীল করার জন্য আইসিবি'র উদ্যোগে ৫ হাজার কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড নামে একটি মেয়াদবিহীন মিউচ্যুয়াল ফান্ড গঠন।
- পোর্টফোলিও ম্যানেজার কর্তৃক ইক্যুইটি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার বিধান অন্তর্ভুক্ত করে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার এন্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা সংশোধন।
- মার্চেন্ট ব্যাংকারের পরিশোধিত মূল্য ১০ কোটি টাকা থেকে ২৫ কোটি টাকায় উন্নীত।
- সকল কোম্পানীর শেয়ার ও মিউচুয়েল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা করার আদেশ জারী।
- তালিকাভুক্ত কোম্পানীর উদ্যোক্তা ও পরিচালক সম্মিলিতভাবে পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ৩০ শতাংশ শেয়ার এবং প্রত্যেক পরিচালক ন্যূনতম ২ শতাংশ শেয়ার ধারণ করবেন মর্মে নোটিফিকেশন জারী।
- মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক ব্রোকার ও বিনিয়োগকারীদের উপর ঝুঁকি হ্রাসকল্পে মার্জিন ঋণের সীমা নির্ধারণ।
- পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা আনয়নে ৫ হাজার কোটি টাকার একটি ওপেন-এন্ডেড মিউচ্যুয়েল ফান্ড "বাংলাদেশ ফান্ড" গঠন।

- পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজের সরবরাহ বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৬টি কোম্পানীর শেয়ার অফ লোড এবং ২৫টি কোম্পানীর শেয়ার বাজারজাত করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থার লক্ষ্যে কর্পোরেট গর্ভন্যান্স নিশ্চিতকরণ।
- মিউচ্যুয়েল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ডে সর্বোচ্চ ৬০০ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা।
- পরিশোধিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা থেকে ৪২২ কোটি টাকায় উন্নীত।
- আইসিবি ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানে অমনিবাশ হিসাবধারী ৭০ হাজারে উন্নীত।
- আইসিবি ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ২০ হাজার ৮৬৫ জন এবং সুদ মওকুফের পরিমাণ ২৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা।
- আইসিবি গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার নির্মাণে ৫০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৭০ কোটি টাকা, নদীখনন কাজে ৫০ কোটি টাকা, ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রেপ্রেনারশীপ ফান্ডে ২৬৫ কোটি টাকা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক খাতে বিনিয়োগ।
- ১ হাজার কোটি টাকা মূলধন সম্বলিত ২টি মিউচ্যুয়েল ফান্ড বাজারজাতকরণ।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ (২০০৯-২০১২)

- রাজস্ব আদায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি।

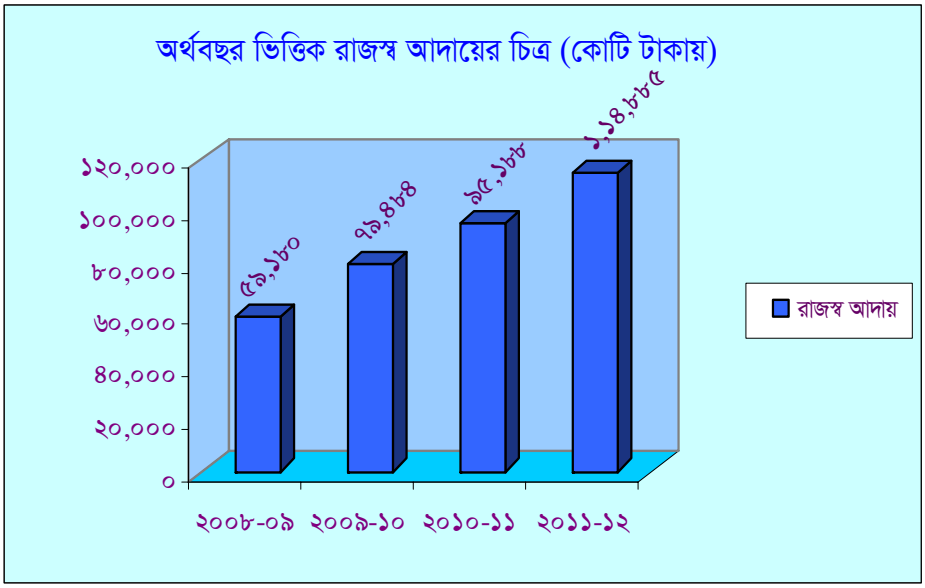

- শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ ও প্রশাসনিক সংস্কার।
- পণ্য রপ্তানি ও আমদানির শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা স্বয়ংক্রিয়করণ।
- কাস্টমস হাউস ও কাস্টমস স্টেশনে আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সকল কাস্টমস হাউজে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন। শুল্কায়ন জটিলতা নিরসনে সরকারের ওপর ব্যবসায়ীদের আস্থা বৃদ্ধি।
- আদালতের বাইরে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মামলা নিস্পত্তির সুযোগ সৃষ্টি।
- সকল মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেটে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান চালু।
- শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর প্রশাসনে জনবল বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন।
- চট্টগ্রামে আমদানি ও শুল্ক ভবন একীভূতকরণ।
- আইসিডি পানগাঁও-এ পৃথক ২টি কাস্টমস হাউস, ৩টি নতুন আপীল কমিশনারেট এবং চট্টগ্রামে একটি বন্ড কমিশনারেট স্থাপন।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ৪টি নতুন সদস্য পদ, ১৫টি নতুন কর অঞ্চল, ৩৪৬টি নতুন কর সার্কেল সৃষ্টিসহ ৩ হাজার ৬০৮টি নতুন পদ সৃষ্টি।

সারণী: রাজস্ব প্রাপ্তির তুলনামূলক চিত্র (কোটি টাকায়)

সাল	আমদানি রাজস্ব	মূসক	আয়কর	অন্যান্য শুল্ক ও কর	মোট রাজস্ব আয়
২০০২	১১,৫৭৯	৬,৪১৭	৩,৯৮৭	১৮৩	২২,১৬৬
২০০৩	১২,৬৭৮	৭,৪৭১	৪,৩৩১	২৬৫	২৪,৭৪৫
২০০৪	১৩,৪৯২	৮,৪৮৬	৫,০৩৪	২৮১	২৭,২৯৩
২০০৫	১৫,৭৩৪	৯,৭৭৯	৫,৯৩০	২৫৯	৩১,৭০২
মোট	**৫৩,৪৮৩**	**৩২,১৫৩**	**১৯,২৮২**	**৯৮৮**	**১০৫,৯০৬**
২০০৯	২১,৭৯৬	১৯,৪০৭	১৪,৯১৯	৩৮১	৫৬,৫০৩
২০১০	২৫,০২৬	২৪,৬৯৫	১৯,০৯৯	৪১৪	৬৯,২৩৪
২০১১	২৯,৬৮৮	২৯,৭৯৮	২৫,০২১	৪২৮	৮৪,৯৩৫
২০১২	৩২,৪৩৬	৩৬,৩৬৫	৩১,০২২	৫৪২	১,০০,৩৬৪
মোট	**১,০৮,৯৪৬**	**১,১০,২৬৫**	**৯০,০৬১**	**১,৭৬৬**	**৩,১১,০৩৭**
তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি (%)	**১০৩.৭**	**২৪২.৯**	**৩৬৭.১**	**৭৮.৭**	**১৯৩.৭**

- দেশব্যাপী ৮৪টি মূসক বিভাগ ও ১৫৪টি সার্কেল পুনর্গঠন।
- ৮৫টি উপজেলায় কর সার্কেল সম্প্রসারণ।

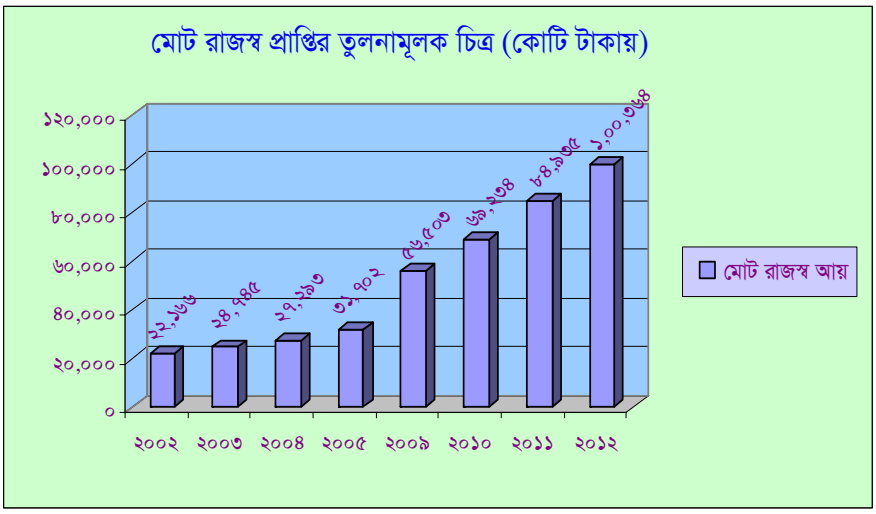

- করদাতা ও ব্যবসাবান্ধব নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়ন।
- মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে অটোমেশনকরণ।
- করদাতাদের জন্য অনলাইনে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনপত্র গ্রহণ ও দাখিলপত্র প্রেরণ।
- ২টি কর অঞ্চলে অনলাইনে কর পরিশোধ ব্যবস্থা চালু।
- ১৮টি জেলা শহরে আয়কর মেলার আয়োজন এবং জাতীয় আয়কর দিবস পালন।
- আয়কর বিভাগ সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

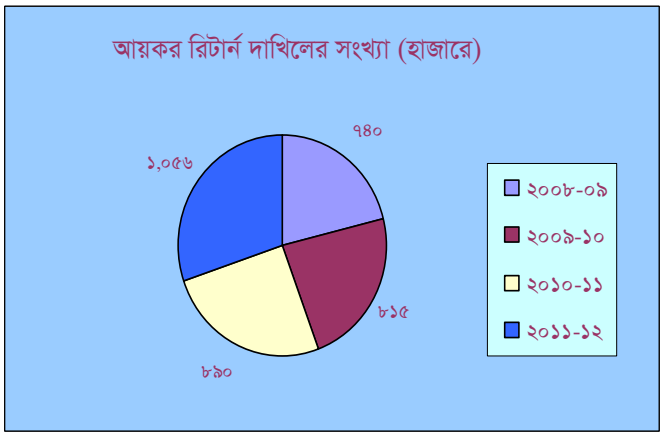

- করদাতাদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয়গুলোতে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু।
- আয়কর আদায়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২৩ শতাংশ, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩৫ শতাংশ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন।

- অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অধিকতর রাজস্ব আহরণ, কর সচেতনতা বৃদ্ধি, করদাতাদের উৎসাহ প্রদান ও কর ভিত্তি সম্প্রসারণে জেলা পর্যায়ে ৩ জন সর্বোচ্চ করদাতা ও ২ জন দীর্ঘমেয়াদী করদাতাকে প্রতিবছর সম্মাননা সনদ প্রদান।
- সিআইপি মর্যাদা প্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ব্যক্তি শ্রেণীর ১০ জন ও কোম্পানী শ্রেণীর ১০টি সর্বোচ্চ করাদাতা প্রতিষ্ঠানকে করকার্ড প্রদান।
- কর ফাঁকি রোধে পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব উদ্ধার।
- সড়ক ও সেতুসহ ভৌত অবকাঠামো শিল্পে বিপুল বিনিয়োগ বিবেচনায় এ খাতে কর অবকাশের মেয়াদ ১০ বছরে উন্নীত।
- ইপিজেড এর পাশাপাশি বেসরকারী ইপিজেড এলাকায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকেও কর অবকাশ সুবিধা প্রদান।
- ৬৫ বছরের অধিক বয়স্ক প্রবীণ নাগরিকদের করমুক্ত আয়সীমা ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের করমুক্ত আয়ের সীমা ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা নির্ধারণ।
- সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কোনো কোম্পানী সর্বোচ্চ ৮ কোটি টাকা অথবা মোট আয়ের ২০ শতাংশ পর্যন্ত, কোনো ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা অথবা মোট আয়ের ২০ শতাংশ পর্যন্ত অনুদান দিলে ১০ শতাংশ হারে আয়কর রেয়াতের ব্যবস্থা।
- ব্যক্তি পর্যায়ে বিনিয়োগ সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা এবং বিনিয়োগ রেয়াত ১০ শতাংশ নির্ধারণ।
- সঞ্চয় প্রকল্পে মুনাফার হার ও বিনিয়োগ সীমা পুনঃনির্ধারণ।
- সঞ্চয় কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ।
- রমজান মাসে নিত্যপণ্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে চিনি ও খেজুরের শুল্ককর প্রত্যাহার। ভোজ্য তেলের মূসক হ্রাস।
- শুল্ক ও মূসকের ২১৩টি অফিস বৃদ্ধি এবং ৫ হাজার ২৪১টি নতুন পদ সৃষ্টি।
- করদাতাদের অধিকার রক্ষায় বিচারিক কার্যক্রমের সংস্কার।
- করদাতার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার লক্ষ্যে মূসক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং মূসক সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন। করদাতাদের আয় ও করের পরিমাণ নিজেরাই হিসাব করার লক্ষ্যে রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে দুটি সফটওয়ের সংযোজন। করভিত্তি ও করনেট সম্প্রসারণ।
- পিপিপি'কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনেন্স ফান্ড এবং বন্ডে বিনিয়োগকৃত আয়ের ওপর ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে গ্রহণ।

- পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে অনারোপিত আয় পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের সুযোগ।
- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান।

বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক (২০০৯-২০১২)

- দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পরিবেশ উন্নয়ন, যোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান। এ লক্ষ্য অর্জনে বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা।
- ১ হাজার ৪৯৪ কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তি। বিএনপি-জামাত জোটের একই সময়ে প্রতিশ্রুতি ছিল ৬০৭ কোটি ডলার।
- ৮৫২ কোটি ডলার বৈদেশিক সহায়তার অর্থ ছাড়। বিএনপি-জামাত জোটের একই সময়ে অর্থ ছাড় ৫৫৫ কোটি ডলার।
- দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় ১৬টি খাতে ২ হাজার ১৮১ কোটি ডলার ব্যয়ে ২২১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। এ অর্থের ১ হাজার ৮৩৪ কোটি ডলার ঋণ ও ৩৪৭ কোটি ডলার অনুদান।
- ২২১টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ২৯টি, সড়ক ও যোগাযোগ খাতে ৩৪টি, কৃষি ও খাদ্য খাতে ৩১টি, ভৌত অবকাঠামো খাতে ২২টি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ১৮টি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৩টি।
- ২০১১-১২ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ৮টি ঋণচুক্তির বিপরীতে মোট ১৬২ কোটি ডলারের সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর।
- এ অর্থ সিদ্ধিরগঞ্জ কম্বাইন্ড-সাইকেল বিদ্যুৎ প্রকল্প, জনসংখ্যা ও পুষ্টি প্রকল্প, উত্তরাঞ্চল দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রম, পল্লী বিদ্যুতায়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি কার্যক্রম, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম তৃতীয় পর্যায়, স্থানীয় সরকার সাপোর্ট প্রকল্প এবং গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত।
- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- এ প্রকল্পগুলোতে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত ঋণের পরিমাণ ৪৩১ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ১০০ কোটি ডলার ইতোমধ্যে ব্যয়।

- ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাইপলাইনে থাকা ৮টি প্রকল্পের বিপরীতে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ ১২৯ কোটি মার্কিন ডলার।
- এ অর্থ আইসিটি, গ্রামীণ যোগাযোগ, ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহার।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে ৩২৯ কোটি ৮৭ লক্ষ মার্কিন ডলারের মোট ২১টি ঋণচুক্তি এবং ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ মার্কিন ডলারের ৫৪টি কারিগরি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর।
- ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতিসংঘের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা মোট ২০টি প্রকল্পে ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার অনুদান সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর।
- জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ২০১২-১৬ মেয়াদে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ডিভালাপমেন্ট এ্যাসিসটেন্স ফ্রেমওয়ার্ক এ্যাকশন প্লান চুক্তি স্বাক্ষর।
- এ চুক্তির আওতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্যোগ মোকাবেলা ও নারী উন্নয়ন খাতে ১৭৬ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি।
- যুক্তরাজ্যের ডিএফআইডি ২০১১-১৫ মেয়াদে ১০০ কোটি পাউন্ড প্রদানের প্রতিশ্রুতি।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০১১-১৩ মেয়াদে ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ ইউরো প্রদানের প্রতিশ্রুতি।
- জার্মানী ২০১২-১৩ মেয়াদে ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ইউরো প্রদানের প্রতিশ্রুতি।
- ইউএসএআইডি ৫৭ কোটি ১০ লক্ষ ডলার সহায়তা সংবলিত ডিভালাপমেন্ট অবজেক্টিভ গ্র্যান্ট এগ্রিমেন্ট সম্পাদন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী রডহ্যাম ক্লিনটন ৫ মে ২০১২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

- ডেনমার্ক ২ হাজার ২২৬ কোটি টাকা ঋণ ও অনুদান সহায়তা প্রদান।
- সুইডেন ৬২৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান।
- জাপানের সাথে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ঋণচুক্তি স্বাক্ষর।

- জাপানি ঋণ মওকুফ তহবিল থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫২টি উন্নয়ন প্রকল্পে ১ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান।
- ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে ৬৭ কোটি ডলার ব্যয়ে যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে কোরিয়া ও সার্ক উন্নয়ন তহবিল এর আর্থিক সহায়তায় ১১ কোটি ডলার ব্যয়ে ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে বিদ্যুৎ খাতে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে ৩টি ও পানি সরবরাহ খাতে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- চীনের আর্থিক সহায়তায় ভৌত অবকাঠামো খাতে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে ২টি, টেলিযোগাযোগ খাতে ২১ কোটি ডলার ব্যয়ে ১টি এবং শিল্প খাতে ৫৬ কোটি ডলার ব্যয়ে ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- ওআইসি'র সহায়তায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং সামাজিক খাতে ১২৮ কোটি ২৬ লক্ষ ডলার ব্যয়ে মোট ৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- আইডিবি, কুয়েত ফান্ড, ওপেক ফান্ড, সৌদি ফান্ড ও ইরান সরকারের সঙ্গে ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৫৯ কোটি ২০ লক্ষ ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষর।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় যৌথ ইশতেহার অনুযায়ী ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ১০০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষর। চুক্তির আওতায় ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- এ ঋণের ২০ কোটি ডলার অনুদান হিসেবে প্রদান।
- এমডিজি অর্জনের জন্য বিশ্বব্যাংকসহ ১৩টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশের সাথে ২০৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর।
- ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত উপকূলীয় অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে আইডিবি'র সঙ্গে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ডলার ঋণচুক্তি স্বাক্ষর।
- ১৮টি উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার সাথে পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ যৌথ সহযোগিতা কৌশল ২০১০-২০১৫ স্বাক্ষর।
- ন্যাশনাল এইড পলিসি প্রণয়ন।

পরিকল্পনা (২০০৯-২০১২)

- স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে "বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১)" প্রণয়ন।
- এ সময়ে মোট বিনিয়োগ লক্ষ্যসমূহ ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা তথা মোট বিনিয়োগের ৭৭ দশমিক ২ শতাংশ বেসরকারী খাতের অবদান। শেষ বছরে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- ১৯৯৭-২০০২ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে দীর্ঘ বিরতির পর ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১-১৫ দলিল প্রণয়ন।
- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ কাঠামো সন্নিবেশকরণ।
- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং করণীয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ।
- উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মোট ১১৪টি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভা অনুষ্ঠিত। বিএনপি-জামাত জোট আমলে একই সময়ে মোট ৫১টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত।
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভা প্রায় প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত।
- বিগত ৪ বছরে একনেক সভায় ৪ লক্ষ ৪ হাজার ১৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৯০টি প্রকল্প অনুমোদন।
- বিএনপি-জামাত জোট আমলে একই সময়ে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫২৪টি প্রকল্প অনুমোদন।
- পরিকল্পনা মন্ত্রী পর্যায়ে ৬ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে অনূর্ধ্ব ২৫ কোটি টাকার ২০৫টি প্রকল্প অনুমোদন।
- বিএনপি-জামাত জোট আমলে একই সময়ে ৮ হাজার ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে অনূর্ধ্ব ২৫ কোটি টাকার ১০১টি প্রকল্প অনুমোদন।
- বর্তমান সরকারের ৪ বছরে ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৯০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯৯৫টি বৃহৎ ও ছোট উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন। বিএনপি-জামাত জোট আমলে একই সময়ে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬২৫টি বৃহৎ ও ছোট প্রকল্প অনুমোদন।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১১টি এনইসি সভা অনুষ্ঠিত। একই সময়ে বিএনপি-জামাত জোট আমলে ৭টি সভা অনুষ্ঠিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ ঢাকায় বনানী ওভারপাস উদ্বোধন করেন।

- পূর্বের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সংশোধিত কৌশলপত্র প্রণয়ন।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও অর্থায়ন কৌশল প্রণয়ন।
- এমডিজি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্ব সমর্থন আদায়।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বাংলাদেশ প্রোগ্রেস রিপোর্ট ২০০৯ ও ২০১১ প্রণয়ন।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ।
- বাংলাদেশ ২০১০ সালে শিশু মৃত্যু হার হ্রাসকরণে অর্জিত অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ এমডিজি এ্যাওয়ার্ড এবং ২০১১ সালে নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বীকৃতিস্বরূপ সাউথ-সাউথ পুরস্কার প্রাপ্তি।
- দারিদ্র্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্য "বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপোর্ট ২০১১" প্রণয়ন।
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্থিতিশীল পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রণয়ন।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি।

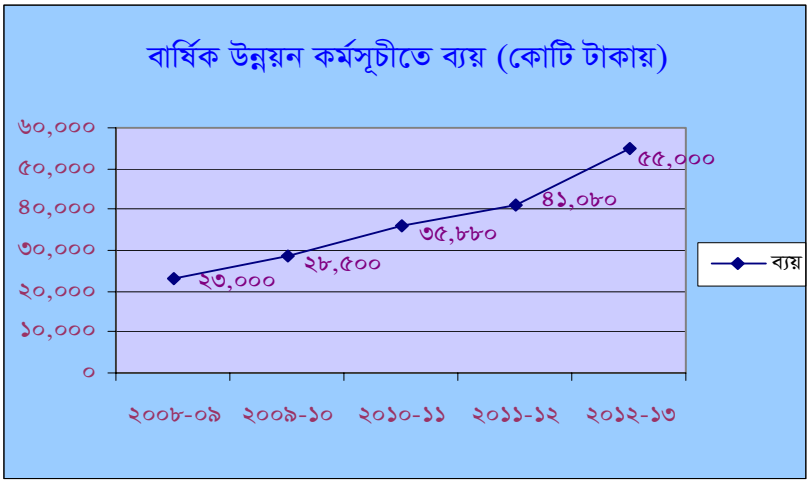

- কৃষি খাতের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৮টি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ।
- ঘূর্ণিঝড় সিডর এ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সার্বিক উন্নয়নে ১ হাজার ৫৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৮৭টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, ১৭২ কিলোমিটার নতুন বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন।
- পরিকল্পনার ৩৫টি সূচক সম্বলিত ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন।
- সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে ৫০ থেকে ১০০ বৎসর মেয়াদের "বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০" শীর্ষক একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- "নেদারল্যান্ড ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০" এর আলোকে বাংলাদেশের জন্য উপযোগী করে পানিসম্পদ, কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু।
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১ হাজার ৬৬৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জাতীয় এবং সেক্টরাল পরিকল্পনা পদ্ধতিতে দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত বিষয়সমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি, ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এডভাইসরি কমিটি এবং সোসিও ইকোনোমিক স্টাডি কমিটি গঠিত।
- বিসিএস ইকোনমিক একাডেমী নির্মাণাধীন।
- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীকে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীতে উন্নীতকরণ।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা (২০০৯-২০১২)

- জাতীয় উন্নয়নে সঠিক পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গঠন। ১৯৭৫ সালে এই ব্যুরো একটি বিভাগে উন্নীত। ১৯৯৯ সালে পরিসংখ্যান ভবন নির্মাণ।
- ২০০৪ সালে পরিসংখ্যান বিভাগকে অবলুপ্তকরণ।
- ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
- ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এ বিভাগের নাম পরিবর্তন করে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ নামকরণ।
- জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল স্ট্রেটিজি ফর দ্যা ডিভালাপমেন্ট অব স্টেটিসটিকস্ কৌশলপত্র প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে।
- প্রথমবারের মত ডিজিটাল ম্যাপের মাধ্যমে নির্ভুলভাবে গণনা এলাকা চিহ্নিতকরণ।
- পঞ্চম আদমশুমারি-২০১১ সম্পন্ন।
- দেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ ১৮ হাজার ১৫ জন। এর মধ্যে ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৫১৮ জন পুরুষ এবং ৭ কোটি ৬১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৯৭ জন নারী।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। ২০০১ সালের চতুর্থ আদমশুমারিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ।
- নিরপেক্ষ সংস্থার মাধ্যমে পিইসি পরিচালনা এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রাথমিক ও পরে জেলাভিত্তিক ফলাফল প্রকাশ।
- দ্রুত ও নির্ভুল তথ্য প্রক্রিয়াকরণে অত্যাধুনিক আইসিআর প্রযুক্তির ব্যবহার।
- ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত আদমশুমারির ফলাফল দেশের ৬৪টি জেলায় একযোগে প্রকাশ।
- সকল জেলা কমিউনিটি রিপোর্ট বিবিএস এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- পরিসংখ্যান আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রথম জোনাল অপারেশন কাজ সম্পন্ন।
- প্রথমবারের মতো মূল শুমারির পূর্বেই দেশের সকল খানা ও প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তকরণ।
- আর্থ-সামাজিক ও ডেমোগ্রাফিক সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশ।
- ভোক্তা মূল্য সূচক, জিডিপি এবং মজুরী হার সূচকের ভিত্তি বছর হালনাগাদকরণ।
- দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার এবং আইডেন্টিফিকেশন অব হার্ডকোর পুওর হাউসহোল্ডস্ প্রকল্প প্রণয়ন।

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় পড়বে এরূপ জনসংখ্যা চিহ্নিত করার জন্য জাতীয় ডাটাবেইজ প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ।
- টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জের ২টি উপজেলায় পাইলটিং এর কাজ সম্পন্ন।
- পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক বেসরকারী যানবাহন জরীপ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মজুরী হার জরীপ, বেসরকারী ডাক ও তথ্য যোগাযোগ জরীপ সম্পন্ন।
- হাউসহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেনডিচার সার্ভের মাধ্যমে দেশের হালনাগাদ দারিদ্র্য হার নিরূপণ। দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশে হ্রাস। এ জরিপে নতুন করে অক্ষমতা, ক্ষুদ্র ঋণ, ক্রাইসিস ও ক্রাইসিস ব্যবস্থাপনা এবং মাইগ্রেশন ও রেমিটেন্স এ চারটি নতুন মডিউল সংযোজন। সংগৃহীত তথ্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার।
- জিডিপি নিরূপণ করে প্রকাশ। শিল্প উৎপাদন সূচক প্রণয়ন। প্রোডিউসার প্রাইস ইনডেক্স প্রণয়ন। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর ইনডেক্স তৈরী। ৪টি কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ প্রকাশ।
- আউশ, আমন, বোরো, পাট, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ আলুসহ ১৪টি ফসল এর উৎপাদন খরচ জরীপ সম্পন্ন এবং ১৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ।
- ৬টি প্রধান ও ১১৮টি অপ্রধান ফসলের বছরভিত্তিক জমির আয়তন, উৎপাদন ও ফলন-হার চূড়ান্তকরণ এবং ৩৭২টি প্রতিবেদন প্রকাশ।
- মাসিক কৃষি মজুরী হার নিরূপণ ও ৪২টি প্রতিবেদন প্রকাশ।
- ভূমি ব্যবহার ও সেচ পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও ৩টি প্রতিবেদন প্রকাশ।
- গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী জরীপ সম্পন্ন ও ১টি প্রতিবেদন প্রকাশ।
- জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) সফটওয়্যার ব্যবহার করে ৬৭ হাজার মৌজা ও মহল্লার ম্যাপ প্রস্তুত।
- ডায়নামিক ওয়েবসাইট স্থাপন। ৭টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও সকল উপজেলাসহ অন্যান্য অফিসের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা।
- স্ট্রেনদেনিং আইসিটি ট্রেনিং এন্ড সিস্টেম অব বিবিএস প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে ৩টি আন্তর্জাতিক আইসিটি ট্রেনিং ল্যাব স্থাপন।
- ল্যাবগুলোতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা কমিশনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ওয়েব এনাবল ডিজিটাল ইনফরমেশন স্টোর করার লক্ষ্যে ব্লেড সার্ভার, স্টোরেজ সার্ভার এবং অনলাইন ইউপিএস স্থাপন। ডিজিটাল ডাটা ল্যাব স্থাপন।

- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশ আইসিটি'র ক্রমবিবর্তন ধারা সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্বলিত বিবিএস মিউজিয়াম স্থাপন বাস্তবায়নাধীন।
- আশির দশক হতে সংগৃহীত ম্যাগনেটিক টেপে সংরক্ষিত ডাটা ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ডাটা রিকভারি ল্যাব স্থাপন।
- অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জরীপ সম্পন্ন ও ১টি প্রতিবেদন প্রকাশ।
- স্বাস্থ্য ও জনতত্ত্ব জরীপ, শিশু ও মায়ের পুষ্টিমান জরীপ, কম্পাইলেশন অব জেন্ডার স্ট্যাটিসটিক্স জরীপ সম্পন্ন।
- জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-তালাক, আগমন-বহির্গমন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে সেম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি কর্মসূচী সম্পন্ন এবং ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ।
- নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স এর গণনা পরবর্তী যাচাই সম্পন্ন ও ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়ে শিশুর সংখ্যা, এক থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুসহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে সম্পন্ন ও ১টি প্রতিবেদন প্রকাশ।
- মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে পরিচালনার জন্য গ্লোবাল পাইলট সম্পন্ন।
- ইনফরমেশন সেক্টর, কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি, ব্যবসা সেবা প্রতিষ্ঠান, টাইম ইউজ পাইলট, উৎপাদন শিল্প ও শ্রমশক্তি জরীপ সম্পন্ন।
- ওয়ার্কিং চিল্ড্রেন ইন ড্রাই ফিস ইন্ডাস্ট্রি জরীপ সম্পন্ন ও ১টি প্রতিবেদন প্রকাশ।
- বাংলাদেশ লিটারেসি সার্ভে সম্পন্ন ও ১টি প্রতিবেদন প্রকাশ।
- ৪টি বার্ষিক ফরেন ট্রেড স্টেটিসটিক্স প্রণয়ন।
- নিয়মিতভাবে মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ও পরিসংখ্যান পকেট বুক প্রকাশ।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অবকাঠামোগত উন্নয়নে ৭টি বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস এবং ৪১টি নতুন জেলা পরিসংখ্যান অফিস স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা এবং শুমারি ও জরীপ কাজের গুণগতমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর ১ হাজার ১০৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- মৌজা পর্যায় পর্যন্ত কৃষিশুমারি সম্পন্ন। সব ধরনের ডাটা সংরক্ষণে আইসিটি'র প্রয়োগ। অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভ এন্ড নেটওয়ার্কিং সম্পন্ন। গ্লোবাল এডাল্ট টোবাকো সার্ভে ২০০৯ সম্পাদন।
- অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জরীপ ২০১০ সম্পন্ন।
- দেশের জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, আগমন, বহির্গমন, প্রবৃদ্ধির হারসহ সকল পরিসংখ্যান তৈরীর লক্ষ্যে সেম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন কর্মসূচী গ্রহণ।
- শিশু ও মায়ের পুষ্টিমান জরীপ অব্যাহত।
- কম্পাইলেশন অব জেন্ডার স্টেটিসটিকস্ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (২০০৯-২০১২)

- প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মে রেজাল্ট-বেইজড মনিটরিং ব্যবস্থা চালু।
- ক্রয় প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট হালনাগাদকরণ।
- ক্রয়কার্য পরিবীক্ষণের জন্য ৪৫টি কী প্রকিউরমেন্ট ইন্ডিকেটর নির্ধারণ এবং এর ভিত্তিতে প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরী।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলো পর্যালোচনা, আর্থ-সামাজিক খাতের ৭০টি প্রকল্পের নিবিড় তদারকি ও মূল্যায়ন।
- ১ হাজার ৩৬৫টি সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ জোরদার। মাঠ পর্যায়ে ২ হাজার ৮৭টি চলমান প্রকল্প পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন। আইএমইডি'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও জনবল বৃদ্ধি। ই-রিপোর্টিং চালু ও ই-গভর্ন্যান্স সেল সৃষ্টি। আইটি কাঠামো স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ। ইলেকট্রনিক গভর্মেন্ট প্রোকিউরমেন্ট (ইজিপি) নীতিমালা প্রণয়ন।
- ৩৩০টি ঠিকাদার ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ২৯২ জন ক্রেতা ইজিপি'তে নিবন্ধন।
- ইজিপি বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ধারাবাহিকতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ইতোমধ্যে ইজিপি কার্যক্রম শুরু।
- ইজিপি সহজ করতে সংস্থাসমূহে হেল্প ডেস্ক স্থাপন। ইজিপি ও প্রোকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলায় ইন্টারনেট সংযোগসহ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার স্থাপন।

- সাতটি ব্যাংকের ৩২৩টি শাখাকে ইজিপি'র আওতায় আনা।
- সরকারী ক্রয় বিষয়ে সিপিটিইউ ১ হাজার ৯০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সরকারী ক্রয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭টি বিভাগ ও ৬৪টি জেলায় কর্মশালা সম্পন্ন।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ (২০০৯-২০১২)

- জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিটেন্স প্রাপ্তি ব্যাপক বৃদ্ধি।
- বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম রেমিটেন্স অর্জনকারী দেশ। রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে বার্ষিক ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন।
- বাস্তবসম্মত শ্রম কূটনীতির ফলে জনশক্তি রপ্তানি গন্তব্য দেশের সংখ্যা ১০০ থেকে ১৫৫ এ উন্নীত।
- মোট জনশক্তি রপ্তানি ২০ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৪০ জন। বিএনপি-জামাত জোটের একই সময়ে রপ্তানি ১০ লক্ষ ৫ হাজার ১০৬ জন। জনশক্তি রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ১০৩ দশমিক ১ শতাংশ।

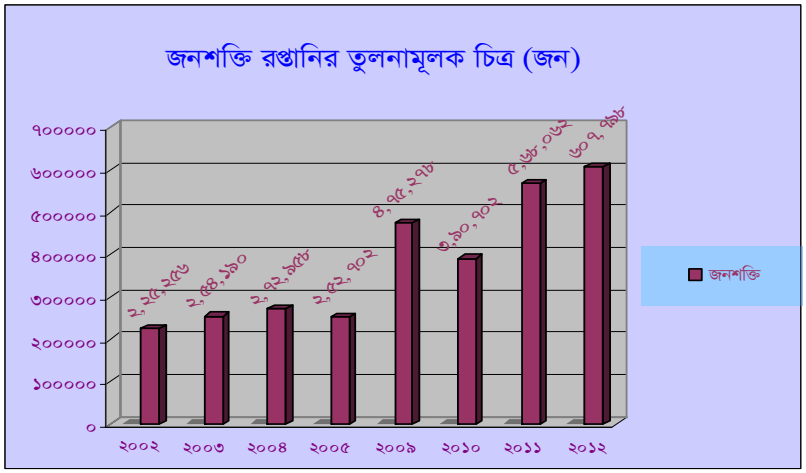

- মোট রেমিটেন্স প্রাপ্তি ৪ হাজার ৮০৫ কোটি ডলার। বিএনপি-জামাত জোটের একই সময়ে প্রাপ্তি ১ হাজার ৩৮৪ কোটি ডলার। রেমিটেন্সে প্রবৃদ্ধি ২৪৭ দশমিক ২ শতাংশ।
- নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ। এর ফলে মরিসাস, পোল্যান্ড, কঙ্গো, বতসোয়ানা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আলজেরিয়ায় জনশক্তি প্রেরণ শুরু।
- অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, কানাডা, সুইডেন, সুদান, গ্রীস, এস্টোনিয়া, তাঞ্জানিয়া, লাইবেরিয়া, আলজেরিয়া, আজারবাইজান, পাপুয়া নিউগিনি, এ্যাঙ্গোলা, সিউরালিয়নে কর্মী প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে বন্ধ থাকা মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার উন্মুক্তকরণ। সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশের ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮০৩ অবৈধ কর্মীর রেজিস্ট্রেশন প্রদান। সরকারী উদ্যোগে কর্মী প্রেরণ শুরু।

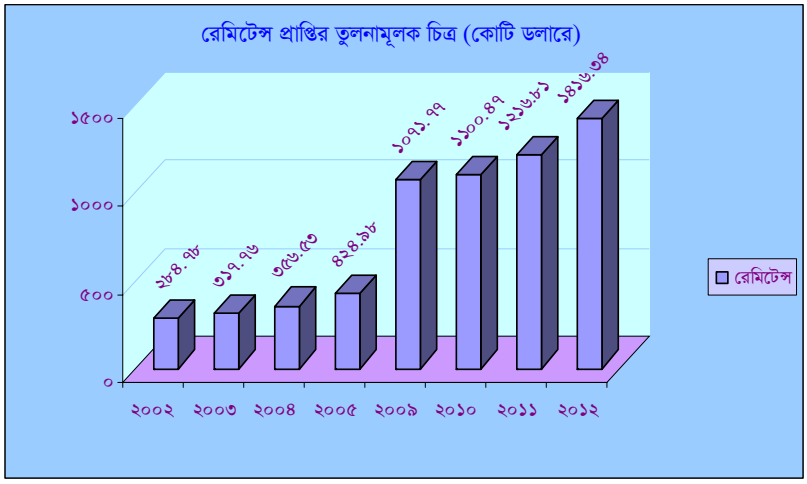

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে দক্ষ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ১৪০ কোটি টাকা দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন।
- উভয় দেশের সরকার জি-টু-জি পদ্ধতিতে কর্মী প্রেরণের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- প্রতিবছর ১ লক্ষ কর্মী চাকুরী নিয়ে মালয়েশিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা। অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ভিত্তিতে ঝামেলাবিহীনভাবে কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রচলিত শ্রমবাজারে কর্মী প্রেরণ বৃদ্ধি।
- নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি, জনশক্তি রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন, রেমিটেন্স সহজে পাঠানোর জন্য সুযোগ সম্প্রসারণ, রেমিটেন্স অর্জনকারীদের বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি কারণে রেমিটেন্স প্রবাহে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত।
- ১৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিদেশগামী নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মোট ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৮১৩ জন নারী জনশক্তি প্রেরণ। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের একই সময়ে রপ্তানি ২৮ হাজার ৩৯৮ জন। নারী জনশক্তি রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ৩১৪ দশমিক ৯ শতাংশ।

- অভিবাসন ও রেমিটেন্স আয় বৃদ্ধির ফলে গ্রামাঞ্চলে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন।
- বিদেশে গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের হাউস কিপিংসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ, গন্তব্য দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, শিষ্টাচার, স্থানীয় আইনকানুন, প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- রিক্রুটিং এজেন্সীগুলোতে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের ফলে নারী অভিবাসন বৃদ্ধি।
- বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডান ও হংকংয়ে প্রায় ৫ হাজার নারী কর্মী প্রেরণ। ১০ হাজার ৪৫০ টাকায় নারী গার্মেন্টস্ কর্মী বিনা খরচে বিদেশে প্রেরণ।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি বিস্তৃত।
- বিশ্ব চাহিদার ভিত্তিতে জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান। দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- ৩৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজীতে ৪৫টি ট্রেডে বিভিন্ন মেয়াদের কোর্সে ৬৫ হাজার কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষণ সামর্থ্য ১ লক্ষ জনে উন্নীত করার লক্ষ্যে আরও ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৫টি মেরিন টেকনোলজী ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।
- দক্ষ কর্মী অভিবাসনের হার বৃদ্ধি।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের আওতায় ১৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন। বিভিন্ন ট্রেডে ৩ হাজার দক্ষ কর্মী সৃষ্টি।
- বিদেশে গমনেচ্ছুদের অভিবাসন ব্যয় যোগানো ও প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। প্রবাসীদের সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া নিশ্চিত। হয়রানি দূরীভূত। ১ হাজার ৩৩০ জনকে অভিবাসন ঋণ ও ৩৫ জনকে পুনর্বাসন ঋণ প্রদান।

- লিবিয়া থেকে ৩৬ হাজার ৬৫৬ জন অভিবাসীকে নিরাপদে ফেরৎ আনা ও বাড়ীতে পৌঁছে দেয়া। প্রত্যাগত প্রত্যেক কর্মীকে নগদ ৫০ হাজার টাকা প্রদান ও বাড়ি পৌঁছানোর জন্য ১ হাজার টাকা প্রদান। লিবিয়ায় নতুন করে জনশক্তি পাঠানোর সময় প্রত্যাগতদের অগ্রাধিকার প্রদান।

- অভিবাসন ব্যয় হ্রাসে জিটুজি পদ্ধতিতে জনশক্তি প্রেরণ।

- অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয় গ্রহণ করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান সংযোজন।

- অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট ও বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান, কর্মীদের ভিসা ও ভিসার সত্যায়ন যাচাই। অভিযোগ দাখিলে সুযোগ সৃষ্টি।

- ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে আয়কর ও কল্যাণ ফি সংগ্রহ। বিদেশে নিয়োজিত জনশক্তির বিভিন্ন জটিলতা লাঘব। দক্ষ কর্মী রপ্তানি বৃদ্ধি। অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ সনদে অনুস্বাক্ষর।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ এপ্রিল ২০১২ দোহায় কাতারের আমীর শেখ হামাদ বিন খালিফা আল খানি এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

- প্রবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষায় এশিয়ার জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন 'কলম্বো প্রোসেস'র সম্মেলনে "ঢাকা ঘোষণা" গৃহীত।

- বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন ও বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণ ও সকল ধরণের সেবা একই চত্বরে প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ইস্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ ভবন নির্মাণ। ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু।

- প্রতিটি জেলা প্রশাসনে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক চালু।

- বাংলাদেশ ওভারসীস এমপ্লয়মেন্টস্ এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এর মাধ্যমে ১৫ হাজার জনশক্তি বিদেশে প্রেরণ।
- বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৭০টি রিক্রুটিং এজেন্সীর লাইসেন্স বাতিল। ১৪ কোটি টাকা জরিমানা আদায়।
- জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে বর্তমানে চালু ১৬টি শ্রম উইংয়ের সাথে আরও ২১টি নতুন শ্রম উইং স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিদেশে মৃত কর্মীর দাফনে আর্থিক সাহায্য ২০ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকায় উন্নীত। আর্থিক অনুদান ১ লক্ষ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি।
- প্রবাসীদের কল্যাণে বিদেশে মৃত বাংলাদেশী কর্মীদের লাশ আনা ও দাফন ব্যয় প্রদান, পরিবারকে আর্থিক অনুদান ও ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৪৮ কোটি টাকা ব্যয়।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্ব শ্রম বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ।
- ৮৩ লক্ষ ৮ হাজার বাংলাদেশী কর্মী বিদেশে কর্মরত।
- বিএমইটি'র মাধ্যমে জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৪০ হাজার টাকা অভিবাসন ব্যয়ে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ কর্মী মালয়েশিয়া প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রত্যেক জেলার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। টাঙ্গাইল ও কুমিল্লা জেলায় ব্যাংকের শাখা চালুকরণ। ব্যাংকটিকে তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ।
- জাল ভিসায় বিদেশ গমন রোধে স্থায়ী ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স গঠন।